29 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সমকাল

উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষায় তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্প

■ সমকাল প্রতিবেদক

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি কারিগরি স্কুল ও কলেজ স্থাপনে তিন হাজার ৩২২ কোটি টাকার দুটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে সরকার। এর মধ্যে কলেজগুলোতে নিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা হবে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে। অপর প্রকল্পের আওতায় একশ' উপজেলায় একটি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হবে।

একনেকে অনুমোদন

গতকাল মঙ্গলবার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় এ দুটি প্রকল্পসহ আটটি প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। এসব প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ৪ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রকল্প সহায়তা হিসেবে পাওয়া যাবে ৮০০ কোটি টাকা, বাকি ৩ হাজার ৮০৬ কোটি টাকা সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে জোগান দেওয়া হবে।

রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এ সভা হয়। এতে প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি জেলা সড়ক ও মহাসড়ক চার লেনে নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কয়েক বছরের মধ্যে সড়ক অবকাঠামো খাতে আমূল পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে তিনি এ নির্দেশ দেন।

সভা শেষে সংবাদ সম্মেলনে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেন, উচ্চশিক্ষার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এ মুহূর্তে মানসম্মত শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। এ কারণে

'কলেজ এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট' প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এ প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৪০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক ঋণ দেবে ৮০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরের জুলাইয়ে শুরু হয়ে ২০২১ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়ন হবে।

পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, এ প্রকল্পের মাধ্যমে কলেজের সংখ্যা বাড়ানো হবে। প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের দুই বছর আগে শেষ করতে প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।

এ প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার কৌশল পরিকল্পনা, সংস্কার, কলেজগুলোর ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা বাড়ানো, শিক্ষক নিয়োগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নত করা এবং অনার্স ও মাস্টার্স কোর্সের শিক্ষা পদ্ধতি উন্নত করা হবে বলে প্রকল্প প্রস্তাব থেকে জানা গেছে। অন্যদিকে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের প্রকল্পে ব্যয় হবে ২ হাজার ২৮২ কোটি টাকা। এ অর্থের পুরোটাই সরকারি তহবিল থেকে মেটানো হবে। বৈঠকে পাঁচদোনা থেকে ঘোড়াশাল পর্যন্ত প্রস্তাবিত ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ৬

উচ্চ ও কারিগরি

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

দুই লেনের সড়ক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলে চার লেনে রূপান্তরের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। এ নির্দেশের পর প্রায় ২৭০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রকল্পটি চার লেন করতে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তর।

সভা শেষে মুস্তফা কামাল এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, আগামী ৫০ বছরের কথা চিন্তা করে প্রতিটি জেলা সড়ক ও মহাসড়ক চার লেনে রূপান্তর করার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এলাকায় কেউ জমি দিলে সরকারিভাবে ডে-কেয়ার সেন্টার তৈরিরও ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

অনুমোদিত অন্য প্রকল্পগুলো হলো– চলমান ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন প্রকল্পের ব্যয় ৩১৫ কোটি থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৪৭৫ কোটি টাকা; ৭২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প; প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশজুড়ে ২০টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প; ২৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীরহাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরের ভাঙন থেকে রক্ষা প্রকল্প; উন্নত জাতের গাভী পালনে নারীদের জন্য ১৫১ কোটি টাকার প্রকল্প।